তারিখ ১৮।১১।২০০০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

দৈনিক ইনকিলাব

০৯

বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলেও দলীয়করণ

মেধাবী তরুণরা হতাশ

মেধাবী তরুণরা হতাশ। উচ্চ শিক্ষার পর ক্যাডার সার্ভিসে চাকরি করবে। বড় কর্মকর্তা হবে এই আশা নিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন মাহমুদ। জীবনের প্রতিটি পরীক্ষারই তার প্রথম বিভাগ। বিসিএস পরীক্ষাও অসম্ভব ভাল হয়েছিল। একটাই আশা ছিল ক্যাডার সার্ভিসে বড় কর্মকর্তা হওয়া। কিন্তু ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর হতাশ হলেন মাহমুদ। মেধা যেখানে প্রাধান্য পাওয়ার কথা, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে দলীয় পরিচিতি। শুধু মাহমুদ নয়, তার মত অসংখ্য মেধাবী তরুণ আজ হতাশ। অনেকেই ইতোমধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদেশে থেকে আর কিছু হবে না। পিএসসির ক্যাডার সার্ভিসে যেখানে নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে মেধাবী লোক বাছাই করা হয় বলে সকলেই জানতেন। কিন্তু ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পিএসসির ওপর থেকে আস্থা উঠে গেছে মেধাবী তরুণদের। আবদুল্লাহ মামুন নামে একজন তরুণ জানান, ২০তম বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলাদেশের স্থপতি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতেও পরীক্ষকরা সন্তুষ্ট হননি। মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের একজন তাকে সাথে সাথে উপদেশ দিয়ে বললেন, তমিযের সাথে বলতে হয়। তোমাকে বলতে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবদুল্লাহ মামুন বললেন, তখনই বুঝতে পারছিলাম আমার চাকরিটা আর হচ্ছে না। ফলাফলে হয়েছে তাই। ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজনসহ সারা দেশের বিভিন্ন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ও সন্ত্রাসী ক্যাডার পর্যন্ত চূড়ান্ত পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছে। ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রলীগের নেতাদের ১৮৯ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। অপর দিকে লিখিত পরীক্ষায় এগিয়ে থাকা প্রকৃত মেধাবীদের ফেল করানোর জন্য মৌখিক পরীক্ষায় ৬৫ থেকে ৮৯ নম্বর দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাধিক বলে জানা গেছে। মুক্তিযোদ্ধা, পোষ্য কোটায় ১৭৮ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১৭৫ জনকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর এবারই এই কোটা পূরণ করা হল। শুধু তাই নয়, এবারই ফলাফল প্রকাশে সবচেয়ে বেশী সময় নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই করার জন্য মূলত এই সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ২০তম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, রোকেয়া হলের ছাত্রলীগের ২ নেত্রীকে পুলিশ ক্যাডারে, হলের সাবেক সভানেত্রীকে শিক্ষা ক্যাডারে, জহুরুল হক হলের ১৫ জন ছাত্রলীগ নেতাকে পুলিশ ও প্রশাসন ক্যাডারে, এফ রহমান হলের সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতিকে পুলিশ ক্যাডারে, সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের ১ নেতাকে পুলিশ ক্যাডারে মনোনীত করা হয়েছে। এই ফলাফলের পর মেধাবী তরুণরা হতাশ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অনেক মেধাবী তরুণ বলেছে, এ দেশে থেকে আর কোন লাভ নেই। পাড়ি জমাতে হবে বিদেশে।

❑ মাসুদ নোমান